বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন কারা অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৫২/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন কারা অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৫২/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১	মুখবন্ধ	V
	প্রথম অধ্যায়	০১
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	০৩-০৫
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০৭
৪	শব্দ সংক্ষেপ	০৯
	দ্বিতীয় অধ্যায়	১১
৫	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ	১৩
৬	অডিট অনুচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ	১৫-২৩
	দ্বিতীয় অংশ	২৫
৭	পরিশিষ্টসমূহ	২৭-৩৩

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণধীন কারা অধিদপ্তরের ০৪টি অফিসের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত আর্থিক কার্যক্রমের উপর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিত করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

বঙ্গাব্দ
তারিখ: ২৭/১০/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন কারা অধিদপ্তরের ০৪টি অফিসের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী অর্থ বছরসমূহের লেনদেনও দেখা হয়েছে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসাবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ এ দুইভাগে বিভক্ত। কারা অধিদপ্তর সুরক্ষা সেবা বিভাগের একটি অংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি জেলা কারাগার রয়েছে। কারা সদর দপ্তর, ৮টি বিভাগীয় কারা দপ্তর এবং ৬৮টি কারাগার নিয়ে বাংলাদেশের কারা অধিদপ্তর গঠিত। কারা অধিদপ্তরের সকল কাজকর্ম সদর দপ্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

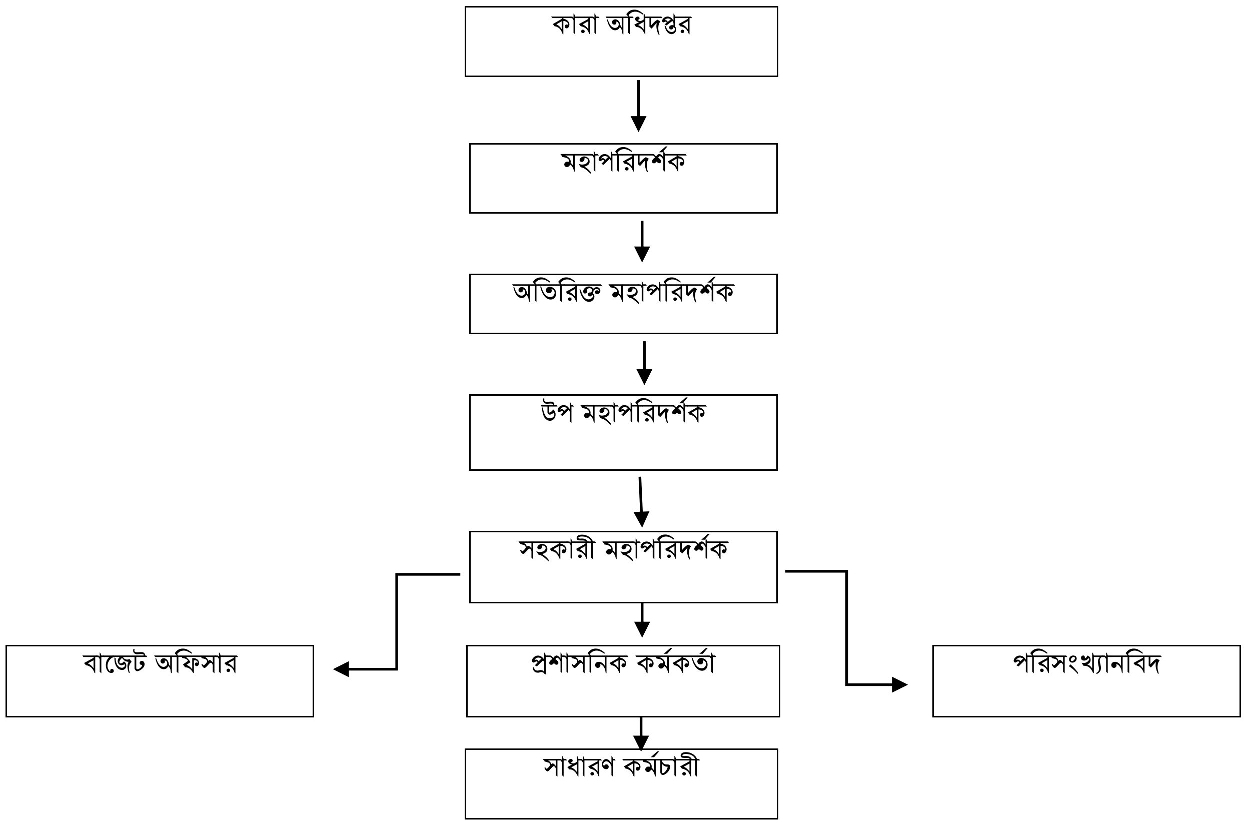

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ১ জন অতিঃ কারা মহাপরিদর্শক ও ৮ জন কারা উপ-মহাপরিদর্শকের সমন্বয়ে কারা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কারাগার পর্যায়ে জেল সুপার/সিনিয়র জেল সুপার দপ্তর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সুরক্ষা সেবা বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন কারাগারসমূহে খোরাকী রেশন খাতে মোট বরাদ্দ ২৪৫,৯৪,২৬,০০০ টাকা এবং ব্যয় ২০৭,২৩,৪০,৪০১ টাকা। উক্ত টাকার মধ্যে সিএজি অফিসের নির্দেশনা, ব্যয়ের প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ৭৭,৪৭,৮৮,৮৪৬ টাকা নিরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে যা মোট ব্যয়ের ৩৭% প্রায়।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি:

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন কারা অধিদপ্তরের ০৪টি অফিসের কারাবন্দীদের খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

অডিটের বিষয়বস্তু :

“কারাবন্দীদের খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ” সম্পর্কিত ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালের কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট কৌশল :

- দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের নথিপত্র পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে।
- সাক্ষাৎকার এবং লিখিত নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রসমূহ উদঘাটন করা হয়েছে।

অডিট সময়কাল :

১৬/০৯/২০২০ খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন কারা অধিদপ্তর এর ৪টি অফিসের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষা কালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুবর্লতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৭ টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৩৮,২৯,৬২,০৮৭ (আটত্রিশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতাশি) টাকা মাত্র। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- ✓ প্রয়োজনের তুলনায় নির্ধারিত মাছ ও মাংসের পরিমাণ কম।
- ✓ দুপুরে ভাত+সবজি+ডাল প্রদানের কথা বলা হলেও কেবল মাত্র ভাত ও ডাল প্রদান করা হয়।
- ✓ মাসব্যাপী একই মেন্যু তিন বেলা পরিবেশনের কারণে প্রচুর খাবার নষ্ট হয়।
- ✓ খাবার মেন্যুতে ফলজাতীয় কোন খাবার প্রদান করা হয় না।
- ✓ খাবার সুস্বাদু হয় না ফলে প্রচুর পরিমাণ খাবার বাহির হতে/ PC (Prisoners Cash) এর মাধ্যমে কারাবন্দীরা আলাদা ক্যান্টিন হতে ক্রয় করে থাকে।
- ✓ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (টেন্ডার ব্যবস্থা, ফাইলিং সিস্টেম) দুর্বল।
- ✓ সরকারি আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন না করা (পিপিআর-২০০৮, পিপিএ-২০০৬, জিএফআর ইত্যাদি) ।
- ✓ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক এবং আয়করের আদেশ সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- ✓ ট্রেজারী রুলস যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- ✓ আয়কর রেজিস্টার সংরক্ষণ না করা।
- ✓ ডেড ষ্টক রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা।
- ✓ কারা ক্যান্টিন হতে আয়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয় না। সরকারি কোষাগারে কোন অর্থ জমা দেয়া হয়না অথচ সরকারি স্থাপনা ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিল এবং গ্যাস বিল রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা হচ্ছে।
- ✓ কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে মোট চারটি কেন্দ্রীয় কারাগার রয়েছে যথা: কাশিমপুর-১, কাশিমপুর-২, মহিলা এবং হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার। চারটি কেন্দ্রীয় কারাগার থাকলেও টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় শুধুমাত্র কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এ। বাকি তিনটি কারাগারের টেন্ডার প্রক্রিয়া হয় না। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য তিনটি কারাগার পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করে থাকে। প্রত্যেক কারাগারের আলাদা মঞ্জুরি/বরাদ্দ রয়েছে। তাই আলাদা আলাদা টেন্ডার প্রক্রিয়া হওয়া আবশ্যক।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

AIR	:	Audit Inspection Report
CAG	:	Comptroller and Auditor General
GFR	:	General Financial Rules
NOA	:	Notification of Award
PC	:	Prisoners Cash
PPR-2008	:	Public Procurement Rules-2008

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১	২	৩
১.	কারা ক্যান্টিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করে নিরীক্ষা কাজে বাধা প্রদান।	--
২.	প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ব্যয়ের কারণে খাদ্যদ্রব্য খাতে/কোডে অতিরিক্ত খরচ।	৬,১১,২৩,০০৯/-
৩.	বাজার দর অপেক্ষা অধিক দরে সিগারেট ক্রয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২৬,৪১,৬৯৮/-
৪.	একই প্রকৃতির কাজকে একাধিক ভাগে বা প্যাকেজে বিভক্ত করা হলেও প্যাকেজসমূহের মোট মূল্য সমষ্টি অনুমোদনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ছাড়াই অনিয়মিতভাবে দরপত্র অনুমোদন ও বিল পরিশোধ।	২২,০৫,৬১,১৬৪/-
৫.	নিম্নমানের চাল গ্রহণ করে সরকারি খাদ্যগুদামকে বিল পরিশোধ সংক্রান্ত অনিয়ম।	৯,১০,৭৬,৪১৭/-
৬.	পিপিআর-২০০৮ ও Delegation of Financial Power লঙ্ঘন করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করে বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম।	৭৫,৫৯,৭৯৯/-
৭.	কারাবন্দীদের দৈনিক খাবারের মান ডাক্তার কর্তৃক পরীক্ষা না করায় কারাবন্দীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি।	--
	সর্বমোট =	**৩৮,২৯,৬২,০৮৭/-**

কথায়: আটত্রিশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতাশি টাকা মাত্র।

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ- ০১

শিরোনাম : নিরীক্ষাকালে কারা ক্যান্টিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করে নিরীক্ষা কাজে বাধা প্রদান।

বিবরণ :
সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সিনিয়র জেল সুপার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১, ২, মহিলা ও হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, গাজীপুর, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৯–২০২০ অর্থবছরের নিরীক্ষাকালে কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারা ক্যান্টিনের মাধ্যমে আয়কৃত অর্থের হিসাব নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করে নিরীক্ষা কাজে বাধা প্রদান করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, কারা প্রাঙ্গানে দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ ক্যান্টিন এবং কারা অভ্যন্তরে কয়েদীদের জন্য কারা অভ্যন্তরীণ ক্যান্টিন হতে পিসির (Prisoners Cash) মাধ্যমে/নগদ অর্থ দ্বারা সুস্বাদু খাবার ক্রয় করে থাকে। কারা চৌকার (রান্নাঘর) খাবারের মান সন্তোষজনক না হওয়ায় বন্দীরা নগদ অর্থে কারা ক্যান্টিন হতে বিভিন্ন খাবার ক্রয় করে থাকে। এতে প্রতি বছর কারা ক্যান্টিনের মাধ্যমে আয় করা হলেও কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য সরকারি দালান ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, হোল্ডিং ট্যাক্স এবং কর্মচারীর বেতন সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ থেকে প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু কারা ক্যান্টিনের মাধ্যমে আয়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয় না এবং এতদসংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।

সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে, মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভূক্ত সকল নথি, বহি, রশিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভান্ডার বা অন্য প্রকার সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হবেন। আলোচ্যক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষাদলের নিকট উপস্থাপন না করে নিরীক্ষা কাজে বাধা প্রদান করা হয়েছে যা সংবিধানের লঙ্ঘন।

অনিয়মের কারণ :

- সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

গত ০২/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর চূড়ান্ত AIR ইস্যু করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :
কর্তৃপক্ষের আপত্তি গ্রহণ করে জবাব প্রদান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ :
আপত্তি মোতাবেক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনাম : প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ব্যয়ের কারণে খাদ্যদ্রব্য খাতে/কোডে ৬,১১,২৩,০০৯ (ছয় কোটি এগার লক্ষ তেইশ হাজার নয়) টাকা অতিরিক্ত খরচ।

বিবরণ :

সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সিনিয়র জেল সুপার, কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৯–২০২০ অর্থবছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনের তুলনায় ৬,১১,২৩,০০৯ টাকা অতিরিক্ত খরচ সংক্রান্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার, বিল রেজিস্টার, কারাবন্দীর সংখ্যা, কারাবন্দীর দৈনিক মিল হার (দৈনিক জন প্রতি খাবার ব্যয়) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কারাগারে কারাবন্দীদের প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ৬,১১,২৩,০০৯ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জেলকোড অনুযায়ী কারাবন্দীদের জন্য প্রতিদিন তিন বেলায় (মিল) বরাদ্দ কয়েদী ৫৯.৩৪ টাকা এবং হাজতী ৫৪.৬৬ টাকা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের খোরাকী বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে ২৬,৬৮,৫৭,২৯৪ টাকা। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২০,৫৭,৩৪,২৮৫ টাকা। ফলে দৈনিক বরাদ্দের সাথে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক খরচ দেখিয়ে অতিরিক্ত ৬,১১,২৩,০০৯ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জিএফআর-১১ অনুসারে প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা এবং কঠোর মিতব্যয়িতা প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী। তিনি তাহার নিজের অফিস এবং তাহার অধীনস্থ ব্যয়ন কর্মকর্তাগণ যাহাতে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করেন তজ্জন্য দায়ী [পরিশিষ্ট-১ (১-৩) সংযুক্ত]।

অনিয়মের কারণঃ

- জিএফআর-১১ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:
যাচাই-বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

গত ০২/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর চূড়ান্ত AIR ইস্যু করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:
জবাব গতানুগতিক। বন্দীসংখ্যার হিসাব করে বাজার যাচাই করে প্রাপ্যতা অনুসারে ব্যয় নির্বাহ করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ:
দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরত: আপত্তি মোতাবেক টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৩

শিরোনাম : বাজার দর অপেক্ষা অধিক দরে সিগারেট ক্রয়ে সরকারের ২৬,৪১,৬৯৮ (ছাব্বিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত আটানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :
সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ঢাকা সিনিয়র জেল সুপার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, গাজীপুর অফিসসমূহে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন কারাগারে বাজার দর অপেক্ষা অধিক দরে সিগারেট ক্রয় করায় সরকারের ২৬,৪১,৬৯৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে বাজার যাচাই প্রতিবেদন, বিল/ভাউচার, টিসিবির বাজার দর, টেন্ডার ডকুমেন্টস, বিল রেজিস্টার ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফাঁসির আসামীদের সিগারেট সরবরাহের জন্য টেন্ডার আহবান করলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স লিটন এন্টারপ্রাইজ প্রতিটি ৪.৮৮ টাকা দরে সিগারেট সরবরাহ করে। কিন্তু অর্থবছরের মাঝামাঝি সময় হঠাৎ প্রতিটি ৬.৬ ও ৬.৭ টাকা দরে ঠিকাদারকে সিগারেটের বিল পরিশোধ করা হয়। জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, সিগারেটের মূল্য নির্ধারিত হয় অর্থ বছরের শুরুতে অর্থাৎ জুলাই মাসে বাজেটের সময়, জানুয়ারীতে নয়। কিন্তু একই অর্থ বছরে জানুয়ারী মাসে ১.৮২ ও ১.৭২ টাকা বেড়ে প্রতিটি ৬.৬ ও ৬.৭ টাকা দরে কর্তৃপক্ষ সিগারেট ক্রয় বাবদ বিল পরিশোধ করে। ফলে জানুয়ারী ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ২৬,৪১,৬৯৮ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়। ''জিএফআর-১০ অনুসারে, ''সরকারী তহবিল হতে অর্থ ব্যয়ের কিংবা ব্যয়ের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা উক্ত আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে,'' কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি [পরিশিষ্ট-২ (১-২) সংযুক্ত]।

অনিয়মের কারণ :

- জিএফআর-১০ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:
পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অডিটকে জানানো হবে।

গত ০২/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর চূড়ান্ত AIR ইস্যু করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:
জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ:
দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত: আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪

শিরোনাম : একই প্রকৃতির কাজকে একাধিক ভাগে বা প্যাকেজে বিভক্ত করা হলেও প্যাকেজসমূহের মোট মূল্য সমষ্টি অনুমোদনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ছাড়াই অনিয়মিতভাবে ২২,০৫,৬১,১৬৪ (বাইশ কোটি পাঁচ লক্ষ একষট্টি হাজার একশত চৌষট্টি) টাকার দরপত্র অনুমোদন ও বিল পরিশোধ।

বিবরণ :

সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সিনিয়র জেল সুপার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১, গাজীপুর কার্যালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের একই প্রকৃতির কাজকে একাধিক ভাগে বা প্যাকেজে বিভক্ত করা হলেও প্যাকেজসমূহের মোট মূল্য সমষ্টি অনুমোদনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ছাড়াই অনিয়মিতভাবে ২২,০৫,৬১,১৬৪ টাকার দরপত্র অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার, রেজিস্টার, টেন্ডার ডকুমেন্টস ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ০৫ টি কাজের মোট কার্যাদেশ ২২,০৫,৬১,১৬৪ টাকা। আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী উক্ত দরপত্র অনুমোদনের ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ের। এক্ষেত্রে দরপত্রে মন্ত্রণালয়ের ক্রয় কমিটির অনুমোদন না নিয়ে অধিদপ্তর কর্তৃক একই প্রকৃতির কাজকে একাধিক ভাগে বা প্যাকেজে বিভক্ত করা হলেও প্যাকেজসমূহের মোট মূল্য সমষ্টি অনুমোদনের ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ছাড়াই বর্ণিত ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হয় ।

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৭ অনুযায়ী কোন একক কাজকে একাধিক ভাগে বা প্যাকেজে বিভক্ত করা হলেও প্যাকেজসমূহের মোট মূল্য সমষ্টি যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের এখতিয়ারভুক্ত সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিটি প্যাকেজের দরপত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে। অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি-২০১৫ এর ৪(খ) মোতাবেক সংযুক্ত দপ্তর প্রধান/অধিদপ্তর প্রতিক্ষেত্রে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের এখতিয়ারভুক্ত। এর বেশি হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি [পরিশিষ্ট- ৩ সংযুক্ত]।

অনিয়মের কারণ :

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৭ এর লঙ্ঘন।
- অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ এর ক্রমিক নং- ৪ (খ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

যাচাই-বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

গত ০২/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর চূড়ান্ত AIR ইস্যু করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। সরকারি অর্থ ব্যয়ে পিপিআর এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ পরিপালন আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি অনুসরণ এবং দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫

শিরোনাম : নিম্নমানের চাল গ্রহণ করে সরকারি খাদ্যগুদামকে ৯,১০,৭৬,৪১৭ (নয় কোটি দশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশত সতের) টাকা বিল পরিশোধ সংক্রান্ত অনিয়ম।

বিবরণ :
সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সিনিয়র জেল সুপার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১৯–২০২০ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নমানের চাল গ্রহণ করে সরকারি খাদ্যগুদামকে ৯,১০,৭৬,৪১৭ টাকা পরিশোধ জরিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে স্টোর অর্ডার, স্টক রেজিস্টার, বিল/ভাউচার, বিল রেজিস্টার পর্যালোচনা এবং সরেজমিনে চালের মান যাচাই করা হয়। এতে দেখা যায় যে, কারাবন্দীদের জন্য বিপুল পরিমাণ চাল সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে ক্রয় করা হয়। চাল ক্রয় বাবদ ৯,১০,৭৬,৪১৭ টাকা পরিশোধ করা হয় । সরেজমিনে গুদাম ঘর পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, চালগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের, ভাঙা এবং দুর্গন্ধযুক্ত যা খাওয়ার অনুপযোগী। বিষয়টি কর্তৃপক্ষর নজরে আনলে তারা আপত্তির সাথে একমত পোষণ করেন এবং পরবর্তীতে ভাল চাল সরবরাহ করার স্বীকারোক্তি করেন। জিএফআর-১০ অনুসারে, খরচের ক্ষেত্রে একজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন এবং দৃশ্যতঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় সমীচীন নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয় নি [পরিশিষ্ট ৪ সংযুক্ত]।

অনিয়মের কারণ :

- জিএফআর-১০ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:
সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে চাল সংগ্রহ করা হয়। ভবিষ্যতে ভাল মানের চাল সংগ্রহের ব্যপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

গত ০২/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর চূড়ান্ত AIR ইস্যু করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:
জবাব স্বীকৃতিমূলক। বিষয়টি খাদ্য পণ্য সংক্রান্ত এবং স্বাস্থের জন্য ঝুকিপূর্ণ বিধায় চাল সংগ্রহের পূর্বে মান যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ:
দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬

শিরোনাম : পিপিআর-২০০৮ ও Delegation of Financial Power লঙ্ঘন করে ৭৫,৫৯,৭৯৯ (পঁচাত্তর লক্ষ উনষাট হাজার সাতশত নিরানব্বই) টাকার ক্রয়কার্য সম্পাদন করে বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম।

বিবরণ :
সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সিনিয়র জেল সুপার, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৯–২০২০ অর্থ বছরের কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টেন্ডার/কোটেশন ব্যতীত এবং Delegation of Financial Power-2015 লঙ্ঘন করে একটি বিলের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৭৫,৫৯,৭৯৯ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে টেন্ডার/কোটেশন, ক্রয় ক্ষমতা, বরাদ্দ, বিল রেজিস্টার ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রকার কোটেশন/টেন্ডার, NOA, জামানত এবং চুক্তিপত্র ব্যতিরেকে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান শ্রী নরেন্দ্র নাথ সাহা, ৯৮/১, মীর মোশারফ হোসেন সড়ক, আড়োয়া পাড়া, মোহিনি মিলস, কুষ্টিয়া এর কাছ থেকে বিল নং-২৭৮(৩২৫৪১০৪ কোডে), তারিখ: ০৮/০৪/২০২০ খ্রি: এর মাধ্যমে প্রতিকেজি ৫৮০ টাকা দরে ১৩০৩৪ কেজি গরুর মাংস ক্রয় বাবদ ৭৫,৫৯,৭৯৯ টাকার বিল পরিশোধ করে। উল্লেখ্য যে উক্ত গরুর মাংস ২০১৯ সালে প্রত্যেক মাসে সরবরাহ নেয়া হয়। পিপিআর-২০০৮ ধারা ১২৭ এর (২গ) অনুসারে ''চক্রান্তমূলক কার্য'' ''অর্থে ক্রয়কারীর, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, প্রকৃত ও অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ হতে বঞ্চিত করে দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের সংখ্যা ইচ্ছামতো হ্রাস করা বা উহার মূল্য প্রতিযোগিতামূলক নয় এমন পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোন চক্রান্ত বা যোগসাজসমূলক কার্য বুঝাবে।'' এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কোটেশন/টেন্ডার ছাড়া যোগসাজশ করে একক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন করায় PPR/2008 এর বিধি ১২৭ এর উপবিধি (২গ) লঙ্ঘন হয়েছে।

এছাড়াও পিপিআর/২০০৮এর বিধি ৮১ ও Delegation of Financial Power-2015 অনুযায়ী প্রতিটি ক্রয়ে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- টাকা এবং বছরে অনধিক দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরাসরি নগদ ক্রয় করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পিপিআর/২০০৮ বিধি ৮১ লঙ্ঘন করে বার্ষিক (৭৫,৫৯,৭৯৯ -১০০০০০০)=৬৫,৫৯,৭৯৯ টাকা সীমাতিরিক্ত ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :
- পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৮১ এবং ১২৭ (২)(গ) এর লঙ্ঘন।
- Delegation of Financial Power-2015 এর ক্রমিক নং-88(গ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:
সমস্ত ক্রয়কার্য অধিদপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক পরিপালন করা হয়।

গত ০২/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে ২০ নং স্মারকে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর চূড়ান্ত AIR ইস্যু করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:
জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ক্রয়কার্য সম্পাদন করা উচিত।

নিরীক্ষার সুপারিশ:
আপত্তি মোতাবেক অনিয়মিত ভাবে ক্রয়কার্য সম্পাদন করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধে কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনাম : কারাবন্দীদের দৈনিক খাবারের মান ডাক্তার কর্তৃক পরীক্ষা না করায় কারাবন্দীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি।

বিবরণ :

সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সিনিয়র জেল সুপার, হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, গাজীপুর কার্যালয়ের ২০১৯–২০২০ অর্থবছরের কারাবন্দীদের সরবরাহকৃত দৈনিক খাবার অনুমোদিত সহকারী সিভিল সার্জনের অনুমোদন বা সনদ ছাড়াই বিতরণ করা জনিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে চিকিৎসকের পরিদর্শন রেজিস্টার, চিকিৎসা রেজিস্টার পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও সরেজমিনে রান্নাঘর পরিদর্শন করে খাবারের গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে দেখা যায় যে, কারা অভ্যন্তরে কারাবন্দীদের প্রদানকৃত দৈনিক খাবার অনুমোদিত সহকারী সিভিল সার্জনের অনুমোদন বা সনদ ছাড়াই প্রদান করা হয়। কিন্তু জেল কোড বিধি-৯৩ অনুযায়ী অনুমোদিত সহকারী সিভিল সার্জনের সনদ নিয়ে কারাবন্দীদের দৈনিক খাবার প্রদান করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি ফলে সিভিল সার্জনের সনদ ছাড়া খাদ্য প্রদানের ফলে কারাবন্দীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকেই যায়। উল্লেখ্য, খোরাকী রেশন কোডে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উপরিউক্ত দুইটি কারাগারে মোট (৮,৫৯,৫১,০৬৫ + ১,৯৫,৯৫,২৪১)=১০,৫৫,৪৬,৩০৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- জেল কোড বিধি-৯৩ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

যাচাই-বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

গত ০২/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে ২০ নং স্মারকে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর চূড়ান্ত AIR ইস্যু করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। খাদ্যদ্রব্যের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সচেতনতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

যেহেতু আপত্তিটি খাদ্য সংক্রান্ত এবং স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তাই দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

তারিখঃ ——————— বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ ।

২৯-০৯-২০২২

মহাপরিচালক

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

অনুচ্ছেদ-২
পরিশিষ্ট-১(১)

প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ব্যয়ের কারনে খাদ্যদ্রব্য খাতে/কোডে অতিরিক্ত খরচ।
অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০
অফিসের নাম: ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার,কেরানীগঞ্জ

মাসের নাম	কয়েদী	দিনের সংখ্যা	প্রতিদিনের খোরাকী	প্রকৃত ব্যয়	খরচ দেখানো হয়েছে	অতিরিক্ত খরচ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই/ ২০১৯	১১৯৭	৩১	৫৯.৩৪	২,২০১,৯২৯.৩৮			
আগস্ট/ ২০১৯	১০১৫	৩১	৫৯.৩৪	১,৮৬৭,১৩৩.১০			
সেপ্টেম্বর/ ২০১৯	৯৩০	৩০	৫৯.৩৪	১,৬৫৫,৫৮৬.০০			
অক্টোবর/ ২০১৯	৯৬৬	৩১	৫৯.৩৪	১,৭৭৬,৯৯৫.৬৪			
নভেম্বর/ ২০১৯	১০০৬	৩০	৫৯.৩৪	১,৭৯০,৮৮১.২০			
ডিসেম্বর/ ২০১৯	৯৪৫	৩১	৫৯.৩৪	১,৭৩৮,৩৬৫.৩০			
জানুয়ারী/ ২০২০	১০৪৮	৩১	৫৯.৩৪	১,৯২৭,৮৩৭.৯২			
ফেব্রুয়ারী/ ২০২০	৯৮৯	২৮	৫৯.৩৪	১,৬৪৩,২৪৩.২৮			
মার্চ/ ২০২০	৯৮৩	৩১	৫৯.৩৪	১,৮০৮,২৬৭.৮২			
এপ্রিল/ ২০২০	৯৮০	৩০	৫৯.৩৪	১,৭৪৪,৫৯৬.০০			
মে/ ২০২০	৮২০	৩১	৫৯.৩৪	১,৫০৮,৪২২.৮০			
জুন/ ২০২০	৮০৮	৩০	৫৯.৩৪	১,৪৩৮,৪০১.৬০			
	১১৬৮৭			২১,১০১,৬৬০.০৪			

মাসের নাম	হাজতী	দিনের সংখ্যা	প্রতিদিনের খোরাকী	প্রকৃত ব্যয়	খরচ দেখানো হয়েছে	অতিরিক্ত খরচ	মন্তব্য
জুলাই/ ২০১৯	১০১৭৬	৩১	৫৪.৬৬	১৭,২৪২,৮২৪.৯৬			
আগস্ট/ ২০১৯	৯৮১৭	৩১	৫৪.৬৬	১৬,৬৩৪,৫১৩.৮২			
সেপ্টেম্বর/ ২০১৯	১০২৪২	৩০	৫৪.৬৬	১৬,৭৯৪,৮৩১.৬০			
অক্টোবর/ ২০১৯	৯৯৮৯	৩১	৫৪.৬৬	১৬,৯২৫,৯৬০.৯৪			
নভেম্বর/ ২০১৯	৯৭৮৯	৩০	৫৪.৬৬	১৬,০৫২,০০২.২০			
ডিসেম্বর/ ২০১৯	৯৪৯৪	৩১	৫৪.৬৬	১৬,০৮৭,২০৩.২৪			
জানুয়ারী/ ২০২০	৯২৪৯	৩১	৫৪.৬৬	১৫,৬৭২,০৬০.৫৪			
ফেব্রুয়ারী/ ২০২০	৯১১২	২৮	৫৪.৬৬	১৩,৯৪৫,৭৩৩.৭৬			
মার্চ/ ২০২০	৮৬৫৮	৩১	৫৪.৬৬	১৪,৬৭০,৬৩৪.৬৮			
এপ্রিল/ ২০২০	৮৮৩৪	৩০	৫৪.৬৬	১৪,৪৮৫,৯৯৩.২০			
মে/ ২০২০	৭৯৫৯	৩১	৫৪.৬৬	১৩,৪৮৬,২০৭.১৪			
জুন/ ২০২০	৭৭০৫	৩০	৫৪.৬৬	১২,৬৩৪,৬৫৯.০০			
হাজতী	১১১০২৪			১৮৪,৬৩২,৬২৫.০৮			
কয়েদী	১১৬৮৭			২১,১০১,৬৬০.০৪			
				২০,৫৭,৩৪,২৮৫.১২	২৬,৬৮,৫৭,২৯৪.০০	৬,১১,২৩,০০৮.৮৮	

নিরীক্ষাধীন অর্থবছরে জনাব ইকবাল কবির চৌধুরী সিনিয়র জেল সুপার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড,
বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০৪.০০০০.০২৯.০৪.০০৮.২০-১২৪ তারিখ- ০৮-০৯-২০২০ খ্রিঃ

বিষয় ঃ ২০১৯-২০ আর্থিক সালের ইস্যু ভিত্তিক নিরীক্ষার চাহিদাপত্র প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ নং-জপ্রসাপ্রঅঅ/ইস্যু নিরীক্ষা/কারা/২০২০-২১/প্রশা-১/দল-০১/০৩ তারিখ- ০৭/০৯/২০২০

২০১৯-২০ অর্থ বছরের "৩২৫৪১০৪-খোরাকি রেশন" খাতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্যাদি নিম্নে পেশ করা হলো।

নং	কারাগারের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ	সমর্পণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার	২৭,৯৯,৯৯,৫০০/-	২৬,৬৮,৫৭,২৯৪/-	১,৩১,৪২,২০৬/-	
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার- ১	৪,১৭,৭৮,৩৮৪/-	৩,৮৬,৮৮,৩৬১/-	৩০,৯০,০২৩/-	
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	৭,৬৩,২৬,৫০০/-	৭,৬৩,২৬,৪৯৭/-	০৩/-	
৪	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	২,১৩,৭১,৪০০/-	১,৯৫,৯৫,২৪১/-	১৭,৭৬,১৫৯/-	
৫	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার	৮,৫৯,৫১,১০৪/-	৮,৫৯,৫১,০৬৫/-	৩৯/-	
৬	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	১৭,৫৬,৯৮,৬০০/-	১৭,৫৬,৯৮,৫৬৯/-	৩১/-	
৭	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	৫,৪৭,০০,০০০/-	৫,৪৬,৪৯,০১৯/-	৫০,৯৮১/-	

সংযুক্ত : বরাদ্দপত্র- ৩৫ পাতা।

(সুরাইয়া আক্তার)
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)
পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক।

আলমগীর হোসেন
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
জনপ্রশাসন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর
২য়-১২ তলা সরকারি ভবন(১০ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

অনুচ্ছেদ-৩
পরিশিষ্ট-২ (১)

বাজার দর অপেক্ষা অধিক দরে সিগারেট ক্রয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতি
অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০
অফিসের নাম: কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুর।

ক্রমিক নং	সরবরাহকারীর নাম	বিল নং ও তারিখ	সিগারেটের পরিমাণ	অতিরিক্ত দর	মোট টাকা	সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	এসএম লিটন এন্টারপ্রাইজ	১২৬ তাং ১৩/০৫/২০২০খ্রিঃ	৩৬৫০০	৬.৭-৪.৮৮ =১.৮২ টাকা	৬৬,৪৩০/-	এপ্রিল,২০২০
২	এসএম লিটন এন্টারপ্রাইজ	১৪২ তাং ১৪/০৬/২০২০খ্রিঃ	৩০০০০	৬.৭-৪.৮৮ =১.৮২ টাকা	৫৪,৬০০/-	মে,২০২০
৩	এসএম লিটন এন্টারপ্রাইজ	১০৮ তাং ০৮/০৪/২০২০খ্রিঃ	৭৬৪০০	৬.৭-৪.৮৮ =১.৮২ টাকা	১,৩৯,০৪৮/-	ফেব্রুঃ-মার্চ,২০২০
				উপমোট=	২,৬০,০৭৮/-	

নিরীক্ষাধীন অর্থবছরে জনাব জাহানারা বেগম সিনিয়র জেল সুপার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ-৩
পরিশিষ্ট-২ (২)

বাজার দর অপেক্ষা অধিক দরে সিগারেট ক্রয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতি
অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০
অফিসের নাম: হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, গাজীপুর।

ক্রমিক নং	সরবরাহকারীর নাম	বিল নং ও তারিখ	সিগারেটের পরিমাণ	অতিরিক্ত দর	মোট টাকা	সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	এসএম লিটন এন্টারপ্রাইজ	১৩৮ তাং ১০/০৩/২০২০খ্রিঃ	১৭০০০০	৬.৭-৪.৮৮ =১.৮২ টাকা	৩,০৯,৪০০/-	জানুয়ারি, ২০২০
২	এসএম লিটন এন্টারপ্রাইজ	১৪৫ তাং ৩০/০৩/২০২০খ্রিঃ	১৮৮০০০	৬.৭-৪.৮৮ =১.৮২ টাকা	৩,৪২,১৬০/-	ফেব্রুয়ারি, ২০২০
৩	এসএম লিটন এন্টারপ্রাইজ	১৫২ তাং ১৩/০৪/২০২০খ্রিঃ	১৯৮০০০	৬.৭-৪.৮৮ =১.৮২ টাকা	৩,৬০,৩৬০/-	মার্চ, ২০২০
৪	এসএম লিটন এন্টারপ্রাইজ	১৬২ তাং ০৩/০৫/২০২০খ্রিঃ	১৯৫০০০	৬.৭-৪.৮৮ =১.৮২ টাকা	৩,৫৪,৯০০/-	এপ্রিল, ২০২০
৫	এসএম লিটন এন্টারপ্রাইজ	১৯৮ তাং ০২/০৬/২০২০ খ্রিঃ	৩৯০০০০	৬.৬-৪.৮৮ =১.৭২ টাকা	৬,৭০,৮০০/-	মে-জুন, ২০২০
	এসএম লিটন এন্টারপ্রাইজ	০৯ তাং ১৫/০৭/২০২০ খ্রিঃ	২০০০০০	৬.৬-৪.৮৮ =১.৭২ টাকা	৩,৪৪.০০০/-	জুন, ২০২০
				উপমোট=	২৩,৮১,৬২০/-	

সর্বমোট=২৬,৪১,৬৯৮/-

নিরীক্ষাধীন অর্থবছরে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম খান সিনিয়র জেল সুপার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ-৪
পরিশিষ্ট-৩

একই প্রকৃতির কাজকে একাধিক ভাগে বা প্যাকেজে বিভক্ত করা হলেও প্যাকেজসমূহের মোট মূল্য সমষ্টি অনুমোদনের ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ছাড়াই অনিয়মিতভাবে দরপত্র অনুমোদন ও বিল পরিশোধ
অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০
অফিসের নাম: কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার, গাজীপুর।

ক্রমিক নং	কারাগারের নাম	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ
০১	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১, গাজীপুর	৩,৮৬,৮৮,৩৬১/-
০২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুর	৭,৬৩,২৬,৪৯৭/-
০৩	মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, গাজীপুর	১,৯৫,৯৫,২৪১/-
০৪	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, গাজীপুর	৮,৫৯,৫১,০৬৫/-
	মোট=	২২,০৫,৬১,১৬৪/-

নিরীক্ষাধীন অর্থবছরে জনাব সুব্রত কুমার বালা এবং জনাব রত্না রায় সিনিয়র জেল সুপার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ-৫
পরিশিষ্ট-৪

নিম্নমানের চাল গ্রহণ করে সরকারি খাদ্যগুদামকে বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম।
অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০
অফিসের নাম: ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ।

ক্রমিক নং	বিল নম্বর ও তারিখ	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	সরবরাহকারী	মোট টাকা
০১	২৯১ ০১/০৬/২০২০ খ্রি:	১০০	সরকারি খাদ্য গুদাম	৪৩,৪৮,৬৯৭/-
০২	২৬৬ ০৩/০৫/২০২০ খ্রি:	২১৫	সরকারি খাদ্য গুদাম	৯৩,৪৯,৬৯৮/-
০৩	২৩৯ ০৮/০৪/২০২০ খ্রি:	২১৫	সরকারি খাদ্য গুদাম	৯৩,৪৯,৬৯৮/-
০৪	২৯৮ ০১/০৩/২০২০ খ্রি:	২১৫	সরকারি খাদ্য গুদাম	৯৩,৪৯,৬৯৮/-
০৫	১৭৭ ০২/০২/২০২০ খ্রি:	২০০	সরকারি খাদ্য গুদাম	৮৬,৯৭,৩৯৩/-
০৬	১৫৪ ০১/০১/২০২০ খ্রি:	২১৫	সরকারি খাদ্য গুদাম	৯৩,৪৯,৬৯৮/-
০৭	১১৫ ০২/১২/২০১৯ খ্রি.	১৮৫	সরকারি খাদ্য গুদাম	৮০,৪৫,০৮৯/-
০৮	৮৪ ০৩/১১/২০১৯ খ্রি.	১৮৫	সরকারি খাদ্য গুদাম	৮০,৪৫,০৮৯/-
০৯	০১ ০১/০৮/২০১৯ খ্রি.	১৯৫	সরকারি খাদ্য গুদাম	৮৪,৫১,১৮০/-
১০	২৮ ০১/০৯/২০১৯ খ্রি.	১৮৫	সরকারি খাদ্য গুদাম	৮০,৪৫,০৮৯/-
১১	৬১ ০১/১০/২০১৯	১৮৫	সরকারি খাদ্য গুদাম	৮০,৪৫,০৮৯/-
			মোট=	**৯,১০,৭৬,৪১৭/-**

নিরীক্ষাধীন অর্থবছরে জনাব ইকবাল কবির চৌধুরী সিনিয়র জেল সুপার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

তারিখঃ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ ।

২৯-০৯-২০২২

মহাপরিচালক
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর।